অন্য বই

কবিতা ৭৮.-৮০ [১৯৮০]

ঋক্ষ মেষ কথা [১৯৮৩]

সোহাগশর্বরী (মল্লিকা সেনগুপ্তর সঙ্গে) [১৯৮৫]

সূচি

আঃ আলজিভ

তমসা নদীর জলে আমার বিশ্বাস
আমি এই জল পান করে ভালো হবো।

তমসা নদীর জলে আমার বিশ্বাস
আমি এই জলে মাথা রেখে মারা যাবো।

আমার সম্মান গেছে ওই কুয়াশায়
আমার রাজ্য গেছে ওই কুয়াশায়।

তমসা নদীর এই জল
রাজপুরুষের মতো নীল।

অভিশাপে একদিক পোড়া এই মুখ
তমসা, তোমাকে আমি কি করে দেখাবো?

তমসা নদীর আমি অভিপ্রায় জানি
আমার শরীর হবে দাহ এর তীরে।

তার আগে এই জল বাষ্প হয়ে যাক্
অভিজাতদের নদী বাষ্প হয়ে যাক্।

আঃ জীবন। জিভ
জড়িয়ে আসছে দেখো, লাল আলজিভ।

বান ডেকেছে ওই শরীরে

বান ডেকেছে ওই শরীরে শুনেছি কাল রাতে
ওই মেয়ে কি বানের জল পারবে আটকাতে ?

শাক দিয়ে যে তের বছর শরীর ঢাকা ছিল
ফাঁকা জায়গা আর পাবে না পাবে না একতিলও

মাছের মতো জায়গাটুকু রাখা হয়েছে ঢেকে
বোঝান বাৎসায়ন পলিমাটিতে ছবি এঁকে।

বানের জলে ছবি এবং বাৎসায়ন ভাসে
ওদিকে ওর শরীরে জল ঢুকছে প্রতিমাসে।

জল রাখার, জল ঢাকার পাত্র নিয়ে হাতে
দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি কালপুরুষ আটকাতে।

কালপুরুষ বেদব্যাস এবং বাল্মীকি
বোঝা যায় না কুয়াশারূপে এসে দাঁড়ান ঠিকই।

দাঁড়ান তাঁরা দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ মিশে যান
বানের জলে বেদব্যাস একটি জলযান।

মেয়েটি আর ডাকবে কাকে, জড়িয়ে ধরে মাকে
জড়িয়ে ধরে কিন্তু বান ধাক্কা দিয়ে তাকে

সরিয়ে দেয়, ভাসিয়ে দেয়, ভাসায় শেষ রাতে
দেখি কি করে বানের জল পারে সে আটকাতে।

আশ্চর্য সবুজ ভাত

শুনিনি তোমার কথা শুনিনি মায়ের কথা শুনিনি শুনিনি
ধিক্ উপার্জন আমি পালিয়ে এসেছি ।

শুনিনি মদের গল্প শুনিনি মেয়ের গল্প শুনিনি কিভাবে ঔরস
ঝিনুক ফাটিয়ে ঢোকে, না আমি শুনিনি ।
বন্ধ করো বন্ধ করো ঝিনুক বন্ধ করো আমি দেখবো না
ভেতরে কি থাকে ঝিনুকের ?

ছিল না শিক্ষক কোনো ছিল না রক্ষক কোনো পায়ে চটি ছিল না কখনো
বুকে হেঁটে ছেচড়ে আমি এতোটা এসেছি ।
তুমি কে লাটের বাঁট পাইপ কামড়ে ধরে এতোদিন বাদে
আমার ধৈর্য আজ পরীক্ষা করছো ?

কী ভুল করেছি আমি জ্ঞানচর্চা করে, ভুল পরভাষা ভুল
দুটো পয়সার জন্য একে ধরা তাকে ধরা ধিক্ উপার্জন ।

ছেচড়ে ছেচড়ে আমি যেখানে এসেছি সেটা কালো জলাভূমি
শরীরে ছত্রাক নিয়ে অপেক্ষা করছি যেন কোনো দৈত্য এসে
আশ্চর্য সবুজ একথালা ভাত রেখে চলে যাবে

শালা অন্ন ! তোমাকে অর্জন করে নিতে এসে এতো অপমান ?

শহর কাঁকড়ার

জলজ্যান্ত মিথ্যা বলে চলেছে ওই যারা
নারীর মুখে জীবনে খুঁজে পায় না ধ্রুবতারা।

ধৃতরাষ্ট্র, তোমার শোক বুঝেছি শুধু আমি
হয়েও আমি হতে পারি নি একা নরকগামী।

নরকে নয়, নরক থেকে এগারো হাত দূরে
এসেছি আমি শহরে এক জাহাজ ঘুরে ঘুরে।

প্রখর রোদে পিচের পথে ছিল না কোন ছাতা
বিরাট এক বেশ্যাখানা ভেবেছি কলকাতা।

ঘৃণা যখন মাথার থেকে পায়ের দিকে নামে
পা ও মাটির মাঝে তখন ধর্ম এসে থামে।

ধর্ম, তুমি প্রসব করে রেখেছো কচ্ছপ
এখনো তার গলায় আমি মারিনি এক কোপ।

এক কোপে কি ছিন্ন হবে শরীর থেকে গলা?
না হলে আরো কঠিন হবে আমার পথ চলা।

ভূতের চড়ে প্রথম দিন এসেছে হু হু জ্বর
কাকে বলবো শহর জুড়ে ভূতের অনুচর।

কাঁকড়া শুধু কাঁকড়া এই শহর কাঁকড়ার
এখানে কেউ কারোর কোন বন্ধু নয় আর।

এসেছে উঠে যুবতী যার মাথায় দুটো ফণা
লোকে বলছে ছোবল দিতে ফিরেছে রঞ্জনা।

পাঁচটি লোক নগ্ন করে তাড়িয়েছিল ওকে
এবার ওকে কি করে দেখি পাঁচটি লোক রোখে।

এদিকে আমি চলেছি খুঁজে আমার বাতিঘর
যদি কোথাও কখনো শুনি রাতের মর্মর।

কোথায় আমি মরে থাকবো কোথায় কোন বনে
যেখানে এক হরিণলোভী হরিণ ডাক শোনে।

ছিল শাঁখের এক করাত রুদ্ধ ছিল রতি
বুঝি না আমি কীভাবে হল এতোটা ক্ষয়ক্ষতি।

হোটেলে, কোন হোটেলঘরে আমাকে খুন করে
নামবে দুই বন্ধু দেখো পাতাল সিঁড়ি ধরে।

'জল চাইছি জল চাইছি' কাঁদছে একজন
মানুষ নয় করুণ স্বরে বাজছে টেলিফোন।

মৃত্যু, তুমি কালো পিচের চওড়া হাইওয়ে
পায়ের সাথে পিচের সাথে চলেছি ক্ষয়ে ক্ষয়ে।

লাল মাথা

মাথা　　গোলাপের মতো লাল
মাথা　　পলাশের মতো লাল
মাথা　　রক্তের মতো লাল
মাথা　　আগুনের মতো লাল।

আমি　　চণ্ডাল, সরে যাও
তুমি　　আমাকে চেনো না নারী
আমি　　ঘৃণার ভেতর দিয়ে
গায়ে　　থুতু নিয়ে বড হয়েছি।

মাথা　　আগুনের মতো লাল
কেন　　হবে না বলতে পারো ?
কোন　　লাটের বাচ্চা ওবা
আমি　　ওদের কৃপায় বাঁচবো ?

আমি　　ভিখিরির ছেলে ভিখিরি
আমি　　শূদ্রের ছেলে সুবোধ
আমি　　ওদের পানীয় গেলাসে
মদে　　পেচ্ছাপ করে দিই।

মাথা　　পলাশের মতো লাল
কেন　　হবে না বলতে পারো ?
ওই　　ঘৃণার ভেতর দিয়ে
ওই　　থুতুর ভেতর দিয়ে
ওই　　স্রাবের ভেতর দিয়ে
কাদা　　ধুতে ধুতে বড় হয়েছি।

জামপাতা

তার সারা গায়ে জামপাতা
একটি একটি করে খুলি।

যত খুলি, যত খুলে ফেলি
ভরে ওঠে আবার পাতায়।

স্বর্ণবৃষ্টি নেই বহুদিন
পাতা বড় হয়, পাতা কাঁপে।

পুরুষ চুম্বন করে পাতা
জামপাতা, অন্য কিছু নয়।

তোমার জানুর কাছে বসে
আমি রোজ করেছি প্রার্থনা

যেন এক মাসের ভেতর
বৃষ্টি নামে তোমার শরীরে

প্রতিটি পাতার জলকণা
চুরমার করে যাবো বলে।

ব্যাধ

লোকালয়ে কোনদিন প্রতিষ্ঠা পাবো না
দ্বিগুণ ক্রোধের বশে দেশলাই জ্বালি।

এবার প্রকাশ্যে বলি শোনো,
বহুমূল্য সৌধ আমি পুড়িয়ে এসেছি
শহরে আগুন জেলে কলেজে আগুন জেলে পালিয়ে এসেছি
দেশলাই কাঠি জ্বালি আর ভূত হাত বাখে ঘাড়ে।

এবার প্রকাশ্যে বলি শোনো
আমি ব্যাধ, ধাবমান তীর ছাড়া অন্য দৃশ্য স্বচক্ষে দেখিনি।

পুষ্পরথ থেকে নেমে আসে এক সৌম্য পুরুষ
লোকালয় ছেড়ে আমি যাবাব মুহূর্তে তাকে বলি
তোমাকে কখনো আমি ক্ষমা করবো না
পুরুষ, তোমাকে দেবদূত ভেবেছিলাম প্রথমে।

পনেরো তলার ছাদে গোলাপ বাগানে উঠে আসি
কি আছে গোলাপে ? কীট না কামুক ?
তোমার রহস্য কেন বুঝতে পারি নি বলো নাবী ?
তোমার সুন্দর কানে রতিমুগ্ধ আমি কামড়ে দিয়েছিলাম
আব একটি কামড় বসিয়ে আজ রতিমুগ্ধ আমি চলে যাবো।

কিন্তু, গোলাপ শোনো, তোমাকে প্রকাশ্যে বলে যাই
তোমার কীটের রূপ, কামুকের রূপ
আমার ব্যর্থতার পাশে রেখে আজীবন তুলনা করবো।

অলিভ গাছের পুত্র

কার সন্তান ? তুমি কার স্বামী ? হে প্রিয় মানুষ কেঁদো না
গোষ্ঠীযুদ্ধে তুমি হয়েছিলে নারীবর্জিত, কেঁদো না।

সমাজ তো নয়, জন্ম নিচ্ছে বিরাট একটা জ্যোৎস্না
আমি জানি তুমি সবুজ মানুষ, অলিভ গাছের পুত্র।

আমি কোনদিন অন্যের নারী হঠাৎ কামনা করিনি
আমি কোনদিন অন্যের নারী হঠাৎ স্বপ্নে দেখিনা।

অথচ আমিই ছিলাম হয়ত অশ্বের মতো কামুক
হাতে যা পেয়েছি পরের দ্রব্য তছনছ করে ছেড়েছি।

তখন আমার বাইশ বছর, সে এক ভীষণ বয়েস
বন্ধুর বোন, বন্ধুর নারী, বন্ধুর টাকা না পেলে

মনে হতো আর বেঁচে থাকবো না, হয়েছি গন্ধমূষিক
গর্ত পাহারা দেবার জন্য জন্মেছিল যে হঠাৎ।

তখন কিচ্ছু ভালো লাগতো না রোজ মৈথুন করেছি
বাঁটা লঙ্কার সমস্ত রাগ মিটিয়ে নিতাম শরীরে।

ভারতবর্ষ আমার এবং আমার চোদ্দ বাপের
প্রতিটি নারীকে প্রথমে নগ্ন করার স্বত্ব আমার।

কিন্তু বুঝেছি এভাবে জ্যোৎস্না ক্রমশ হিংসা ছড়ায়
হিংসার আছে চোদ্দটা দাঁত, থামাও অশ্ব, থামাও।

আমার অশ্ব নৌকোর গায়ে কখনো জ্যোৎস্না দেখেনি
তাকে বোঝালাম এবার আমরা সংযত হব সকালে।

সকালেই কেন সংযত হবো?   রাত্রি খুব কি সুদূর?
আমার অশ্ব অবুঝ, আমরা সংযত হবো কি করে?

যে সব পুরুষ নারীদের কাছে প্রার্থনা নিয়ে দাঁড়ায়
সঙ্গম করো, সঙ্গম করো, নামুক অগ্নিবৃষ্টি।

পুত্র আসুক আমার পুত্রে ভরুক সুজলা পৃথিবী
আমি অক্ষয়, তুমি অক্ষয়, অক্ষয় হোক বৃষ্টি।

তখন আমার বাইশ বছর, সে এক ভীষণ সময়
কিন্তু জিভের আগায় এখনো কামড়ে রয়েছে পিঁপড়ে।

একটা তুচ্ছ পিঁপড়ে আমাকে এখনো বুঝিয়ে দিচ্ছে
ভিখিরি হলেও তোমার শস্য হরণ করবে ভিখিরি।

থুতু দেবে, যদি ওপরে উঠেও উঠতে না পারো পুরোটা
ভিখিরি, পৃথিবীভর্তি ভিখিরি পা টেনে ধরবে তোমার।

দিকে দিকে যত পুষ্প ফুটছে হে প্রিয় সবুজ মানুষ
সব কি তোমার?   সমস্ত নারী তোমার? না হোক তোমার

কেঁদো না, তাকাও জীবন তোমাকে একটা সুযোগ দিচ্ছে
জিভের আগায় দংশনরত পিঁপড়ে সমেত সুযোগ।

হে প্রিয় মানুষ তুমি কি কখনো ভাসমান মেঘ দেখো নি?
এসো মেঘ দেখি তুমি আমি আর আমার অবুঝ অশ্ব।

তিনটি মেয়ের কথা

বিশাখা, রোহিণী, চিত্রা—একসঙ্গে ছিল।

প্রথম যেদিন দেখি রোহিনীকে, ভোররাত্রে দেখি।
বিশাখা ও চিত্রা ছিল দৃষ্টির বাইরে।

বিশাখা আমাকে ধরে ঘূর্ণমান সিঁড়ি ভেঙে ভেঙে
খোলা ছাদে নিয়ে এল, বললো ; 'তাকান'।
তাকিয়েছিলাম, কিন্তু না রোহিনী তোমাকে দেখিনি।

ফাঁকা মরুভূমি দিয়ে চিত্রা হাঁটছিল, সে হাঁটা নারীর নয়
আমি ছুটে গিয়ে বলি 'মরুৎরাজার মেয়ে একদিন ভোরে
এরকম হেঁটে চলে গেছে, চিত্রা দাঁড়াও'।

বিশাখা, রোহিণী, চিত্রা—দাঁড়ায় নি কেউ।
সাতাশ নক্ষত্র থেকে নেমে এসে তারা
তিনদিকে গেছে।

তারা এসেছিল, মরপৃথিবীতে প্রমাণ রয়েছে
তিনজোড়া লাল চটি পড়ে আছে ঘরের ভেতর।

তিন জোড়া চটি, শোনো, তোমরা মানবী নও, তবু
মানবীর পায়ে ছিলে
ঘূর্ণমান সিঁড়ি দিয়ে মানুষবিহীন যদি উঠে যেতে পারো
যাও, আমি
তাকিয়ে দেখবো শুধু কোনদিকে যাও।

কামুকের জন্ম

সে কোনো নারী আজও দেখেনি ভালো করে
শুনেছে পুরুষের সঙ্গে খুব মিল
দু'এক জায়গায় প্রভেদ কিছু কিছু
কিন্তু ঘুমোলেই মেয়েরা টের পায়
তাদের সারা গায়ে ফুটছে মন্দার।

শরীর তারও আছে। মধ্যরাতে উঠে
সে এলো মন্দার পুষ্প চুরি করে
সমুদ্রের কাছে, বললো : 'অভিশাপ
দিয়ো না হে জলধি, প্রথম সঙ্গম
করেছি আমি এই পুষ্পটির সাথে।'

সেদিন সারারাত দাঁড়িয়ে থাকলো সে
সমুদ্রের জল কিছুই বললো না।
ভোরের ঠিক আগে জলোচ্ছ্বাস থেকে
আচ্ছাদিত ফেনা সরিয়ে উঠে এলো
পূর্ণ বয়সের কামুক একজন।

একটি মন্দার পুষ্প থেকে তার
জন্ম হয়েছিল, সে কথা জেনে নিলো।

কামুক মন্দার ভিজলো ঝরনায়
সে এলো এরপর শহরে একদিন
শহরে রাতারাতি একটি সুপুরুষ
হয়ে সে মিশে গেলো মেট্রো সিনেমায়।

পাইপ বেয়ে উঠে ঢুকলো তেতলায়
মা আর মেয়ে একা সে ঘরে ঘুমিয়েছে
ঘুমের থেকে তুলে তাদের একসাথে
নগ্ন করে দেখে কোথায় মন্দার।
কোথায় মন্দার ফুটছে কোনখানে ?

উনিশ রাত তার শহরে কেটে গেলো
একটি রাত্রেও ঘুমোতো পারলো না
চায়ের দোকানের বেঞ্চে বসে বসে
দেখলো ভোর হতে, শহরে ভোর হতে
শহরে মন্দার ফোটেনি কোনদিন।

একটি ঘোড়ার ডিম করেছি কামনা

একটি ঘোড়ার ডিম করেছি কামনা
জানিনা কী আছে ডিমে কি আছে জানিনা
মানুষ মৃত্যুর আগে মারা যায় কিনা
সেইজন্য অশ্বডিম বিশ্বাস হলো না।

আমি সত্য উদ্ঘাটন করে চলে যাবো
কার সত্য ? কোন সত্য ? সত্য ক'প্রকার ?
যে করে ধর্ষণ তাকে কি করে বোঝাবো
কী ক্ষতি করলে তুমি বসুন্ধরার।

কিন্তু বিশ্বাস করো ওই অশ্বডিম
স্বচক্ষে দেখেছি আমি নীল জ্যোৎস্নায়
ওই ডিম বড় হয়, খোলে ছলনায়

মানব মানবী ঢোকে, ভেতরে অসীম
শোয়ার জায়গা, শুয়ে আত্মা ভরে যায়
এইজন্য অশ্বডিম করেছি কামনা।

চাঁদ নাচে, মাথা নাচে আমার জঠরে

আমি তার কাঁচা মাথা চিবিয়ে খেয়েছি
ওই কচি চুল পেটে দম মেরে আছে
তোয়াক্কা করিনি আমি, পা কেটেছে কাঁচে
রাজবস্ত্র গায়ে, দেখো, কী বাড় বেড়েছি।

কেন বাড়বো না ? কুচকুচে কালো মাথা
চুম্বন করেছি আমি লক্ষাধিক ঠোঁটে
লক্ষাধিক ঠোঁট নিয়ে পড়েছি সংকটে
রতিস্নান ছাড়া সব অতি সাদামাটা।

উচ্ছন্নে গিয়েছি আমি, একশোবার যাবো
উচ্ছন্নে গিয়েও আমি ওই মাথা খাবো।
নিশিরোগে যারা পথে পড়ে আর মরে

আমি সেই একজন হতভাগ্য ছেলে
জানো না কী হতে পারে হাতে চাঁদ পেলে
চাঁদ নাচে, মাথা নাচে আমার জঠরে।

নিঃশ্বাস

নিঃশ্বাস চেনো আমার ?
আমিও চিনি না, কিন্তু

তুমি কি শুনতে পাচ্ছো
তোমার চুলের ভেতর
আমি নিঃশ্বাস নিচ্ছি ?

তুমি কি বুঝতে পারছো
তোমার গর্ভে এখন
আমি নিঃশ্বাস নিচ্ছি ?

দাঁত দিয়ে ধরি হাঁসুলি
জিভ ছড়ে যায়, যাকনা
একশো ঘামের বিন্দু
ফের এক থেকে গুনছি।

আমি নিঃশ্বাস নিচ্ছি
তুমি কি বুঝতে পারছো
শস্য ফেনার মতন
তোমার ভেতরে নামছি ?

তীর

তীর পিঠে এসে বিঁধে গেলো
সাদা পাঞ্জাবী লালে লাল
আমি পেছনে তাকাবো কিনা
ভেবে রাস্তা পার হলাম।

পিঠে তীর নিয়ে পার হলাম
দাঁতে দাঁত চেপে পার হলাম।

তীর পিঠ থেকে খুলে নিয়ে
ঘুরে দাঁড়ালাম তারপর।
দূরে বকুলগাছের পেছনে
জানি বন্ধুরা সরে গেল।

রাত ও. টি.-র টেবিলে নামে
রাত গাভীর চোখের মতো
গজ ভেতরে ঢুকছে, ঢুকুক
যেন নারীর নখের মতো।

আজ ব্যাণ্ডেজ খোলা হবে
আমি নিজের বাড়িতে ফিরবো
খোলা ব্যাণ্ডেজ মানে জানো?
মানে আজ থেকে আজীবন
একে ওকে তাকে জামা তুলে
পিঠে তীরের গর্ত দেখানো।

জলপান

জলপান কোরো না তোমরা
অনেক কারণ আছে, শোনো

আমাদের ঘর ছেড়ে সমস্ত মেয়েরা একদিন
তাদের পোশাক খুলে নেমে গিয়েছিল।
আমরা পুরুষ
রাত্রিজলরেখা ধরে বাড়ি ফিরে আসি।

জলপান কোরো না তোমরা
মাছেরা সঙ্গম করে জলে
মেয়েরা সঙ্গম করে জলে
আর সেই ভয়ঙ্কর জলে
ধরিত্রীর তিনভাগ আজো ডুবে আছে।

আমরা পুরুষ শুধু রাত্রিজলরেখা ধরে বাড়ি ফিরে আসি

কাকচক্ষু জলাশয়

কাকচক্ষু জলাশয় —এখানে দাঁড়াও
এখানে প্রথম তুমি পুরুষ দেখেছো।
এখানে প্রথম তুমি আমাকে ছাড়াও
দেখেছো সঙ্গমরত চাঁদ ও শবর।

শবরী মিলিয়ে যায়। তুমি জেগে ওঠো
নতুন সম্মান নিয়ে। কেননা প্রথম
তোমাকে দেখছি আমি। কেননা প্রথম
উঠে আসি কাকচক্ষু জলাশয় থেকে।

এই অভিশাপ ছিল কাকচক্ষু জলে
আমার অর্ধেক দেহ আটকে থাকবে।
কাকচক্ষু জলাশয় থেকে তুলে এনে
আমাকে শোধন করে জল মুছে দিলে।

আলিঙ্গন করামাত্র আমার শরীরে
সারাগায়ে দেখা দিল সোনালি কেশর
চন্দন গাছের নীচে দাঁড়িয়ে রয়েছি
গা থেকে ঝরছে জল, এখনো কাঁপছি।

মূষিক পুনরায়

কুলো আবার বাতাস দেবে মহাকালের রায়
মানুষ হবে এই শহরে মূষিক পুনরায়।

যখন আমি মানুষ হয়ে এবার জন্মেছি
এবার আমি চকিতে লাটসাহেব বনে গেছি।

পায়ে পা তুলে যদি না বাঁচি তোমাকে আমি পাবো.?
এই যাবজ্জীবন আমি কি করে সামলাবো ?

ধর তক্তা মার পেরেক চল জাহাজ চল
অনেক মার খাবার পরে এটাই সম্বল।

হাত পা আছে চালিয়ে দাও, চালাও শিশ্নকে
ভালোবাসবে, খাম্‌চে দেবে মেয়েটি বিষনোখে।

রতির কোন মা-বাপ নেই, আমার দুই চোখ
বলছে যেন আমার হাতে তোমার ক্ষতি হোক।

এই না হলে জীবন খোলো বোতাম খোলো বুক
জন্ম নেয় এবং থোলে আমার শতমুখ।

কিন্তু আমি মনে রেখেছি মহাকালের রায়
মানুষ হবে এই শহরে মূষিক পুনরায়।

নগর হবে ধ্বংস আমি ধ্বংস হয়ে যাবো
কী আছে আমি মূষিক হয়ে আবার জন্মাবো।

চিরুনি

চিরুনি, তোমার কাছে প্রথম কামের কথা শুনি
মেয়েরা গ্রীবার নীচে তোমাকে আটকে রেখে শুতো।

তোমার স্বপ্নের দেশ মেয়েদের চুলে ছেয়ে গেছে
আমারও স্বপ্নের দেশ ছিল একদিন তুমি জানো।

মেয়েরা তোমার দাঁতে দাঁত দিয়ে চুল খুলে নেয়
আমার দাঁতের থেকে আঙুল সরিয়ে নিয়ে যারা

দূরে চলে গেছে, তারা সুখে আছে? খুব সুখে আছে?
ষাঁড়ের মাথার মতো আছড়ায় তাদের পুরুষ?

চিরুনি, প্রেমিক তুমি চিরুনি কামুক তুমি জানো
আমিও প্রেমিক জেনো আমিও কামুক হতে পারি।

অঞ্জন অতসী ধ্রুব

চাঁদ উঠেছিল—বললো একজন
চাঁদ উঠেছিল—বললো আরো একজন
সাতান্নটি ছেলেমেয়ে কালরাতে এখানে এসেছে
ওইতো পলাশ—বললো একজন
পলাশের মতো গাছ নেই—বললো একজন
ধ্রুবতারা কোনদিকে—ব'লে যে ছেলেটি
পাহাড়ের ঢালে নেমে গেল তার মুখ একদিকে
পোড়া, তেলতেলে।

কোনদিকে ধ্রুবতারা—ছেলেটি বললো
বাঘের মুখোশ পরে দুটি মেয়ে বললো : হালুম

এখানে বাতাস কম—পাহাড়ের গায়ে লেখা আছে
লেখা আছে অঞ্জন অতসী ধ্রুব, আরো আরো বহু
সন্ধ্যায় মহুয়া খেতে গিয়েছিল যে সব মেয়েরা
তাদের ফেরার পথে ঝড় উঠেছিল।

তুমি কি কুমারী নও? কেন? কেন? কেন?
তুমি কি কুমারী নও? তুমিও না?

চাঁদ উঠেছিল—বললো একজন
চাঁদ উঠেছিল—বললো আরো একজন
বাঘের মুখোশ নিয়ে সারারাত হাসাহাসি মেয়েদের ঘরে
ছেলেদের ঘরে বললো একজন—চাঁদ নয়,
যা দেখার আমিই দেখেছি।

বিদ্যুৎ চমকালো

যাকে ভালোবেসেছিলে তুমি
তার শরীর গিয়েছে বেঁকে
যাকে ভালোবেসেছিলে তুমি
তার আগুন লেগেছে চুলে
দূরে বিপাশা নদীর জল
শুধু ময়ূর করছে পান।

তার পোশাক পুড়ছে রাতে
তার বালিশ পুড়ছে রাতে
দূরে নার্সিংহোমে আলো।
তাকে ঘর থেকে ধরে আনো।

নীল গলায় বড়শি নিয়ে
তাকে ছুটে যেতে দেখা গেল
তাকে দেখা গেল পড়ে যেতে
মুখে বিদ্যুৎ চমকালো।

মুখ সহজে পোড়ে না কারো
যারা পোড়ামুখ নিয়ে ছোটে
তারা বিপাশা নদীর কাছে
মাসে একবার গিয়ে বসে।

মদগাছ

এসেছি মদগাছ তোমার খুব কাছে
তুমি কি জানো মদ তোমার জন্যই

আমার ভাই ঠিক আঠেরো বছরেই
এগারো তলা থেকে লাফিয়ে পড়েছিল

তুমি কি জানো মদ তোমার জন্যই
আমার বাবা শেষে অন্ধ হয়ে যান।

একটি সুন্দর কিশোর এসে দেখে
তোমাকে মদগাছ, তুমি কি দেখো তাকে ?

একটি সুন্দর তরুণী এসে দেখে
তোমাকে মদগাছ, সে করে প্রার্থনা :
তোমার পায়ে মাথা বাকলে চুম্বন
স্বামীকে ছেড়ে দাও সে যেন রাতে ফেরে।

ফুটছে মদফুল প্রথম আজকেই
ঊষার আলো যেই ছড়াবে চারদিকে
করব পান আমি তোমার ঔরস।

প্রণাম, তার আগে প্রণাম, মদগাছ।

বাড়ি পুড়ছে

দশ হাত দূরে ছিটকে পড়েছি কিন্তু ভেবোনা সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াবো না
উঠবো, যেভাবে ওঠে উদ্ভিদ
উঠবো, যেভাবে ওঠে খুলে রাখা চুলে আগুন
উঠবো, অভূতপূর্ব উঠবো আমিও উঠবো তুমি বিশ্বাস করো বা না করো।

চোখে না দেখলে জানি বিশ্বাস করবে না।
অপমান, শুধু অপমান
একটা লোকের গোটা শরীরকে ছাই করে দেয় অপমান।

চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না
টগরবনে সে কচ্ছপরূপে থেকে গিয়েছিল বাঁচতে।
কিন্তু কাদার ভেতরেও আছে কিছুটা ফসফরাস
চাঁদের আলোয় দেখি একদিন আমাকে ডাকছে একজন
দশটি আঙুল এতো সুন্দর কখনো দেখিনি জীবনে
তিনিই আমাকে স্নান করালেন, বললেন
রইলো তোমার মদ ও হরিণ, এবং একটি বাতিঘর।

পায়ের তলায় কুয়াশা ঢাকা ভূপৃষ্ঠ
তাকে যে কি করে নোংরা করবো থুতু ফেলে নাকি গন্ধবিষ্ঠা ত্যাগ করে
কি করে নোংরা করবো বুঝেও আমি ছুটি উদভ্রান্ত।

টলতে টলতে শহরে এলাম এখানে আগুন ওখানে আগুন
পুড়িয়ে দিচ্ছি গোলাপ বাগান
এরপর থেকে দেখো পৃথিবীতে গোলাপ ফুটবে অর্ধদগ্ধ
ময়ূরের ডানা পুড়ছে
দশদিকে দশমাথায় আগুন, মাঝখানে আমি দাঁড়িয়ে।

উট ও ধ্রুবতারা

উট দেখলেই আমি ধ্রুবতারা কেন দেখি বুঝতে পারি না
উট আর ধ্রুবতারা মাঝখানে আমি তুচ্ছ স্থলচরবাসী।
আমি যদি নীল জলে জন্মাতাম তাহলেও আমার বিশ্বাস
তীরে চলমান উট দেখে আমি ভয়ে মুখ ডুবিয়ে নিতাম।

যদি আমি অন্যগ্রহে জন্মাতাম তাহলেও আমার বিশ্বাস
ওই ধ্রুবতারা দেখে গৃধিনীর চোখ ভেবে পালিয়ে যেতাম।
অন্যগ্রহে নয়, এক স্কুল শিক্ষকের ঘরে জন্মেছিলাম
ভালো করে খেতে দিতে না পেরে যেদিন তিনি রাত্রে মারা যান
একটি অন্ধ উট মুখ তুলে আমাদের উঠোনে দাঁড়ায়
চিৎকার করে মুখ আকাশে তুলেই দেখি—মৃত্যু ধ্রুবতারা।

একটি নুনের দানা

দেখে নেবো
তিরিশ বছর বাদে আমি দেখে নেবো।

কাঁটা, কাঁটা, কাঁটা
তোমার প্রোথিত হুল আমি আজ সহ্য করলাম
চোখ ফেটে যায় যাক তবু আমি চোখ থেকে
চোখের কৌমার্য আর পড়তে দেবো না।

যা বলার বলো
ঘা ছিলো গ্রীবার নীচে সেখানে দিচ্ছো নুন, দাও
কে যেন বড়্‌শি দিয়ে শিরদাঁড়া খুঁচিয়ে চলেছে
আমি ভুলবো না
একটা নুনের দানা তুমি কী হিংস্র হতে পারো।

তিরিশ বছর আমি রোজ বাড়ি ফিরে
আয়নার সামনে দাঁড়াবো
বলবো 'ওই যে দূরে আয়নার অত্যন্ত ভেতরে
একটা দরজা খুলে গেল, ধীর পায়ে
তোমাকে ওখানে যেতে হবে।'

তিরিশ বছর মানে তিরিশ রকম লোভে মাথা ঠিক রেখে
গেঞ্জির ভেতরে ঢুকে যে পোকা বাঁচিয়ে রাখে ক্রোধ
তাকেও বাঁচিয়ে লক্ষ করো
মুখের ওপর যেন কুয়াশা না পড়ে
আমি যেন কখনো না ভুলি
একটা নুনের দানা তুমি কী হিংস্র হতে পারো।

মৃত্যু হবে তমসার জলে

রতিস্নান শেষ করে পাঁচটি তরুণী
তমসার তীরে উঠে যেই দাঁড়িয়েছে
তখনই দেখতো পেলো জলে আধডোবা
এক যুবকের মৃতদেহ
মৃত ঠোঁট, মৃত চোখ, একমাথা ভর্তি মৃত চুল
শুধু শিশ্ন তখনো উচ্ছ্রিত।

মৃত্যু হয়েছে তার তমসার জলে।

সেই কিংবদন্তী

(প্রিয় জ্যোতি, আমি বিনয় মজুমদার)

সেই, সেই কিংবদন্তী আমি
দেখো আমার পা মাটি স্পর্শ করে না।

সেই, সেই কিংবদন্তী আমি
মহাসমুদ্রকে মারি লাথি।

কিন্তু পা চেপে ধরে সমুদ্রদেবতা
আমাকে টানছে আর আমিও টানছি।

সেই, সেই কিংবদন্তী আমি
জল নয়, জনপদ আমার জায়গা।

এইখানে জনপদ, লেখক থাকেন
অসৎ লেখকে ভর্তি এই জনপদ।

তাই জনপদ থেকে কিছুটা ওপরে
আমি বিচরণ করি কুয়াশার মতো।

কে কবি, কে কবি নয় তার তাম্রলিপি
গিলে ফেললাম আমি, আমি সর্বভুক।

আমার পায়ের দিকে তাকাও তোমরা
কিছুতেই আমার পা মাটিতে পড়ে না।

সর্বজয়া

লোকে তাকে মাঠবেশ্যা বলে
মাঠের ওপরে তার দেশ
লোকে তার ছায়া দেখে জ্বলে।

লোকে বলে কিন্তু লোকে জানে
প্রয়োজনে খোলে রাজবেশ
মাঠের প্রবাদ তাকে টানে।

শোনো তার আসল কাহিনী
মহাকাল তার কাছে ঋণী।
আমি তাকে সর্বজয়া বলি
মানুষের শ্রেষ্ঠ কানাগলি।

তুমি সাপের চোখ

তোমাকে তারা মাথায় তুলে নিয়েছে রাতারাতি
কারণ তুমি শস্য, তুমি বসুন্ধরা, মাটি।

তোমাকে নিয়ে চলেছে তারা পাহাড় টপকাতে
যা যা বলার বলবে ভগবানের সাক্ষাতে।

ভূতের দেখা বাঘের দেখা আর কঠিন নয়
কঠিন হলো সামলে রাখা আত্মপরিচয়।

পড়বে পথে বেশ্যাখানা বিরাট মোমবাতি
বেশ্যা নিয়ে জগৎ জুড়ে চলেছে কাটাকাটি।

পড়বে পথে মাতাল পথে পড়বে ইহুদীরা
তোমার কাছে ভাত চাইবে বৌদ্ধ ভিখিরিরা।

পড়বে পথে কামগন্ধা, এক চোখে যে হাসে
পুরুষ নয়, পুরুষাঙ্গ অধিক ভালোবাসে।

সে কি তোমার বন্ধু হবে ? এখনি ঠিক করো
সে উড়ে যাবে, ওড়ার আগে কেশর চেপে ধরো।

যাদের হাতে অস্ত্র আজ তারাই গলা কাটে
যা যা বলার বলবে ভগবানের সাক্ষাতে।

শরীর নাকি ভস্ম তুমি কী দেখে ভয় পাও ?
ভগবানের লিঙ্গ ধরে স্বর্গে উঠে যাও।

তোমাকে নিয়ে চলেছে তারা স্বর্গ কোনদিকে ?
মাথার থেকে নামাও আগে এই হরিণটিকে ।

পথের লোক অনেক শুভ, অশুভ কথা বলে
'তোর মাথায় কুকুর' বলা খুব সহজে চলে ।

উঠেই যদি বসেছ, থাকো, তুমি সাপের চোখ
সেই চোখের জন্য আজ যাত্রা শুরু হোক ।

মরণ সাঁতার

আশ্চর্য সাঁতার

টাকার লোভে বাঁচার লোভে এসেছি এই দেশে
কী ভুল আমি করেছি এই প্রবাস ভালবেসে।

বুঝেও আমি বুঝিনা, কেন বুঝিনা তুমি জানো?
আমার পায়ে ঘোড়ার খুর রয়েছে আটকানো।

এখন আমি মানুষ তবু মানুষ পুরোপুরি
হতে পারিনি বলেই আজো পাগল হয়ে ঘুরি।

জ্যোৎস্না শুধু এদিক থেকে ওদিকে চলে যায়
আমার মৃত পিতার মুখ আকাশে চমকায়।

আমি তোমার যোগ্য ছেলে হতে পারিনি বলে
মেয়েটি ভালোবেসেও ডুবে গিয়েছে কল্লোলে।

যোগ্য যারা, যারা বিরাট তাদের দেখে আমি
মরণ সিঁড়ি ধরে এখন পাতাল পথে নামি।

দরজা খোলো দরজা খোলো পাতাল দ্বার খোলো
পাতাল পথে কাঁচের পথে যাত্রা শুরু হলো।

●

কখনো উদ্ভিদ ছিলাম কিনা আমি বলতে পারবো না
কখনো জলরাশি ছিলাম কিনা আমি বলতে পারবো না

কিন্তু গোলমাল একটা হয়েছিল আমার জন্মের
একটু আগে পরে, না হলে চোখ মেলে কি করে দেখলাম

শূন্য বাড়িঘর, কৃষ্ণসার এক হরিণ ভয় পেয়ে
আমাকে শুঁকে গেল, আমাকে বলে গেল ভয়ের কিছু নেই

তোমার মতো ঠিক মানুষ হয়ে আমি প্রথমে জন্মেছি
তোমার মতো ঠিক অবাক হয়ে আমি দেখেছি স্থলভূমি।

ভারতবর্ষের মাটি দুফাঁক করে তাহলে উঠলাম ?
সামনে থেকে সরো, গরম কান মাথা গরম কোমরের

সঙ্গে বাঁধা আছে মৃত্যু তরবারি, আমাকে ঘাঁটিয়ো না
আমার কথা হলো সাপ ও গোলাপের মিলনে রাতারাতি

মানুষ হয়ে আমি জন্মাতেই পারি, তাবলে ছোটখাটো
একটা আশ্রয়, পা রাখবার মাটি চাইতে পারবো না ?

*

শহর আমি তোমাকে ঘৃণা করি।
কোথাও নেই কোথাও কোনো ডানা
পাগল হয়ে তোমার ভাটিখানা
আগুন জেলে ভস্ম করে মরি
শহর আমি তোমাকে ঘৃণা করি।

তোমাকে ঘৃণা করি শহর ঘৃণা
ষাঁড়ের গায়ে যে মেয়ে ঘষে পিঠ
কখনো তার ফেরে না সম্বিৎ
তোমাকে ঘৃণা করি শহর ঘৃণা
আমার বোন জানিনা আছে কিনা।

তোমার কোন ক্ষতি করিনি আমি
তোমার ছোট মেয়েকে ভালোবেসে
পাগল হয়ে গিয়েছি নিঃশেষে
তোমার কোন ক্ষতি করিনি আমি
দরজা খুলে দেখছো মাতলামি।

কাকে বাঁচাও কাকে হঠাৎ মারো
রক্ত মুখে তুলে যে লোক বাঁচে
বিছানা তার ভরিয়ে দাও কাঁচে
কাকে কখন বাঁচাও কাকে মারো
মুখের থেকে মুখের গ্রাস কাড়ো।

শহর আমি তোমার তলপেটে
দেখেছি আঁকা রয়েছে দুটো কান
বন্ধ পথ কিন্তু শোনে গান
শহর ওই কুশ্রী তলপেটে
আমার ক্ষতি করে কি সুখ পেতে?

অতিমানব হতে পারিনি বলে
শহর তুমি করেছো অপমান
শহর তুমি অবাক জলযান
এখনো অতিমানব নই বলে
ভাসিয়ে দিতে পারিনি কল্লোলে।

•

আকাশে শকুন বলছিতো আকাশে শকুন তুমি তাকিয়ো না?
কেন তাকাবো না আমি, জন্ম একই গর্ভে, কেন তাকাবো না

আকাশে এখন আলো নেই বেজে ওঠে ভাঙা হারমোনিয়াম
বিয়াল্লিশ টাকা ওফ্., যার জন্য কিশোরী প্রেমিকা

দুমিনিট চোখ বুজে হঠাৎ ওপরে উঠে কালো সায়া খুলে
মেঘের ভেতর দ্রুত ঢুকে গেল, ওই তার পা ঝুলে রয়েছে।

সেই থেকে আমি আর সুনীল আকাশ পথে তাকাতে পারি না
মধ্যগগন থেকে হাঁড়ি করে ঈশ্বরের বিষ্ঠা নেমে আসে।

কারা দৌড়ে গেল কারা হাঁড়ির ঢাকনা খুলে গন্ধ নেবে বলে?
তোমরা মানুষ হলে হাঁড়িতে বাস্টার্ড লিখে ফেরৎ পাঠাবে।

তোমরা মানুষ হলে সুনীল আকাশ পথে আর তাকাবে না
তোমরা মানুষ হলে পা থেকে খড়ম খুলে আকাশে ছুঁড়বে।

কিন্তু আমি এই গ্রহে এবার মানুষ হতে পারিনি বলেই
হাঁটু ভাঁজ করে বসে পাইন গাছের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিই।

এবার মানুষ হতে পারিনি বলেই গরিব বাবাকে আমি
এখনো আকাশে দেখি, রোদ লেগে খুলে যায় হারমোনিয়াম

ধু শৈশব। যে মেয়েটি পয়লা আষাঢ় নষ্ট হয়ে গেল
এই ভূমি, জনপদ তার কাছে কোনদিন সুন্দর হবে না।

তিনটি লোকের জন্য পৃথিবী সুন্দর এক পিকনিক স্পট
তিনটি লোকের জন্য তিনটি লোকের জন্য বিরাট পৃথিবী

এতোটা বিরাট হয়ে আমার কি কাজে এলো সোনার বলয়?
তোমার কি কাজে এলো সুফলা শস্যের এই সোনার বলয়?

মাত্র তিনজন লোক আলো ফেলে ইচ্ছেমতো ঘুরিয়ে দেখছে
তুমি কি এদের চেনো? বেঁটে লোকটিকে চিনি, সব শস্য তার

ব্যবহৃত এক কনডোমের মতন তার মুখের চামড়া
এখনো ভুলি নি, তার হাতে গ্লোব, সেই গ্লোবের ওপর

মাথা রেখে যে মেয়েটি কাঁদছে আমার জন্য, আমার কেউ না
গ্লোবের কোথাও আমি সম্মান পাবো না বলে সে আজ কাঁদছে

সে আমাকে ভালোবাসে, শুধু এই তথ্যটুকু বুঝতে পেরেছি
মোমের আলোয় বসে বাকীটা পড়তে হবে, বাকীটা ল্যাটিনে।

সুনীল আকাশ পথে তাকাবো না ভাবি কিন্তু চোখ চলে যায়
আশ্চর্য ল্যাটিন ভাষা, আশ্চর্য তিনটি লোক হো হো হেসে ওঠে।

আকাশে শকুন বলছিতো তাকিয়োনা ভাঙা হারমোনিয়াম
মাত্র বিয়াল্লিশ টাকা, যদি বেঁচে থাকি ওই টাকায় পেচ্ছাপ,

টাকায় বমন করে আলোকিত সিঁড়ি ধরে স্বর্গে উঠে যাবো
স্বর্গে যাবো নাকি যাবো জাহান্নামে সেটা এখনো জানি না।

●

ঊষার পথে ভোরের পথে কুয়াশা পথে আমি
আমাকে কেউ ভালোবাসেনি লেকের জলে নামি।

জলে সাঁতার চিৎ সাঁতার ডুব সাঁতার ডুব
অতল জলরাশির নীচে শরীর বুদ্বুদ।

আমি কি বেঁচে থাকবো? বেঁচে থাকার মানে আছে?
বেশী অতলে নামি না, সিদ্ধান্ত নিই পাছে।

জলের নীচে কাকে বা চিনি? তুমি কি কলাগাছ?
জলের নীচে জয়িতা বসু ভাসছে শুধু আজ।

জয়িতা বসু? এ নামে কই কে আছে পৃথিবীতে?
যে আছে থাক ভাসছে তার কালো চুলের ফিতে।

আমাকে কেউ ভালোবাসেনি, ভালোবাসেনি জল
তবু তো জল ভালো, দিয়েছে অবাধ চলাচল।

মরণ ওগো মরণ তুমি অন্বিতা বস্তু রূপে
মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়িয়েছিলে রাতের অভিরূপে।

কিন্তু এই সকাল শ্বেত সকাল কত ভালো
জলের নীচে ও কার ছায়া আবার চমকালো।

তীরে যে এসে দাঁড়ালো তাকে দেখিনি কোনদিন
অতল জলে আমি এখন একটি ডলফিন।

তীরে যে এসে দাঁড়ালো তাকে দেখবো একবার
জীবন দিয়েছিলেন তিনি তুলনা নেই তাঁর।

ওগো জীবন যাকে কুমীর করেছে দংশন
ভূতের দেশে ছোটে বাতাস হঠাৎ শনশন।

পাগল হয়ে যাই নি আমি বলি নি মৃগনাভি
চাইলে আমি পেতাম কিনা পেতাম আজ ভাবি।

নারীর মৃগনাভি কোথায় থাকে? সে কোনখানে?
জানি না আমি জানি না, শুনি পাইনগাছ জানে।

পাইন মানে বিরাট কোন পুরুষ শত চোখে
মৃত মেয়ের বুকে দু'হাত নামিয়ে রাখে শোকে।

বিরাট কোন পুরুষ হতে পারিনি পৃথিবীতে
ওজন, ভারী ওজন আমি পারিনি পিঠে নিতে।

প্রেমিক মৃগনাভি কোথায় খুঁজেছি সারারাত
খুঁজতে আমি লেকের জলে নেমেছি দশহাত।

নেমেছি আরো নামবো নীচে যেখানে নীল জল,
আলোয় ভেসে চলেছি আমি জানি না ফলাফল।

●

আকাশে পায়ের জুতো খুলে ছুঁড়ে মারি
কিন্তু কাকে? আমি
সে বান্দা নই।
আমি সে উজবুক নই
যে তোমাকে বলবো
গোলাপ বাগানে ঢুকে অট্টহাস্য করি
কিন্তু কেন? আমি
সে বান্দা নই
হুজুর, তোমার গাঢ় নীল চশমার কাঁচে বিষ্ঠা লেগে আছে।

টেবিলে শায়িত নারী। কার নারী? ইথারে ছড়ানো
ওই দৃষ্টি
পালকের মতো কম্পমান ওই দৃষ্টি কার প্রতি?
কোন্ পুরুষের প্রতি?
কোন্ কোন্ পুরুষের প্রতি?
যদি জ্ঞান ফিরে আসে, সার্জেন, আপনি
ওকে বোলবেন
প্রথম প্রেমিক এসেছিল।
প্রথম প্রেমিক মানে
সেই, সেই প্রথম প্রেমিক
যে বাঁশী বাজাতো
যে বাঁশী বাজাতে
বাজাতে বাজাতে

প্রচণ্ড ঝড়ের রাতে রেডরোড ধরে

যে হারিয়ে গিয়েছিল

সেই হল প্রথম প্রেমিক।

অর্ধেক ভূমিষ্ঠ মাথা নড়ছিল পূর্ণিমার রাতে।

আমাকে হ্যাঁচকা টানে কে যেন তখন

বের করে এনে

কচু পাতা দিয়ে ঢেকে

নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছিল।

ভেসে গিয়েছিলাম নদীতে

এখনো তুমি যে দিব্যি বেঁচে আছো সে তোমার

বিরাট ভাগ্য

জিয়ানো জিওল আত্মা হাঁড়ির ভেতর

আমি তোর কষ্ট বুঝি মাছ,

অন্ধকারে শুয়ে থাকা বঁটি

আর তোর আশ্চর্য সাঁতার

এর মাঝামাঝি আমি উদ্ধত যুবক

উন্মাদ যুবক

কৌমার্যবিহীন

এক শতচক্ষু কবি, আমি কি বলবো ?

শতচক্ষু ?

জিভ টেনে ছিঁড়ে নেবো, কোনমতে

দুটো ঘোলা চোখ নিয়ে

বেঁচে আছো

ওই ঘোলা চোখে এর থেকে বেশী বেঁচে থাকা

যায় না রাস্কেল।

কে বলে যায় না ?

কৌশিক ঘোষকে তুমি চেনো, থার্ড ইয়ারের সেই লিলিপুট

আমেরিকা গেছে

সেই গোলা পায়রার মতো

স্বরূপা মুখার্জী ওফ ভাবতে পারি না।

সে এখন দিল্লীতে পড়ায়।

মাথায় যন্ত্রণা নিয়ে সমুদ্রে এলাম, দেখা দাও আফ্রোদিতে

সমুদ্র রাতের শেষে একটি আধুলি রেখে যায়

আমার বাঁ পায়ে।

বলো, হেড

বলছিতো হেড

বলো হেড

না না আমি ভাগ্য মানি না।

বলো হেড

জানি জানি জানি এই হেড কেন দুঃখনাশক

বলো হেড

এই চাবি, ৬০৩ নম্বর ঘর, পেছনে উইলো বন।

ওইতো বিমান নেমে এলো, ওইতো তাকাও

লেলিহান আটলান্টিক।

সমুদ্র রাতের শেষে একটি আধুলি রেখে যায়

আমার বাঁ পায়ে।

এক ঝটকায় যারা পা সরিয়ে নেয়

তাদের মনের জোর থাকে।

আমার ছিল না

কিন্তু ভূতের হাত মুহূর্তে পেছন থেকে

গলা চেপে ধরে

'বল শালা কি আছে অন্তরে ?'

এমন আশ্চর্য ভাষা আমি আর কখনো শুনি নি

আমাকে পরের দিন কাদাভর্তি জলাশয়ে

দেখা গিয়েছিল।

সাঁতার কাটছি

চিৎসাঁতার কাটছি।

ডুব সাঁতার কাটছি।

সার্জেন আপনি

টেবিলে শায়িত ওই মেয়েটিকে

জ্ঞান ফিরে এলে বোলবেন

ওকে বলবেন

প্রথম প্রেমিক এসেছিল।

*

ঝড়ের রাতে বিরাট কালো পিচের রেড রোড
নিয়েও আমি নিই নি, আজো নিই নি প্রতিশোধ।

ঝড়ের রাতে দূরের থেকে জয়িতা বসু ডাকে
জয়িতা বসু কোথায় সে তো জলের নীচে থাকে।

জলের নীচে চলেছে ভেসে বিরাট রেড রোড
বহন করে চলেছি কেন শরীর জুড়ে ক্রোধ ?

শহর, যদি কখনো আমি মানুষ হতে পারি
নিশীথে রেডরোডের বুকে করবো পায়চারি।

চিৎসাঁতার ডুবসাঁতার ডুবসাঁতার ডুব
এবার আমি ব্যর্থ, ডুবে গেলাম বুদ্বুদ।

জ্যোৎস্না শুধু এদিক থেকে ওদিকে ঝল্সায়
আমার কালো চুলের রাশি আকাশে থেকে যায়।

আমার শরীরে করমচা কাঁটা জন্মায়

মাছরাঙাদের দেশে আবার কিভাবে আমি জন্ম নেবো তার
দুরূহ বর্ণনা লিখে রাত্রি জোয়ারের জলে ভাসিয়ে দিলাম।
আবার মানুষ হয়ে আমি যদি ফিরে আসি এই জনপদে
কোন অভিজাত নয়, আবার চণ্ডাল হয়ে যেন জন্ম নিই।

ব্রাত্যজনের খুব কাছে জনমানুষ আসে না
ব্রাত্যজনের কাছে একটি জিরাফ এসে থামে।

আমি সেই ব্রাত্যজন, গরিব চণ্ডাল
এক হাড়হাভাতের ছেলে, লোকে বলে।

আমার চণ্ডাল পিতা ছিল দেশদ্রোহী
তার মরদেহ খুঁজে কোথাও পাই নি।

শোনো, আমি সেই বংশের চণ্ডাল
ভারতবর্ষকে আমি ক্ষমা করবো না।

শুনেছি ভারতবর্ষ অভিজাত দেশ
এর মাটি হাতে নিলে শরীর সুগন্ধে ভরে যায়।

এর বায়ুজল পিত্তনাশক শুনেছি, তবু আমি,
ভারতবর্ষকে আমি ক্ষমা করবো না।

দূর থেকে দেখি শুধু অভিজাতদের চলাচল
ওই শঙ্খ, ওই স্বর্ণ, ওইতো জাহ্নবী, আজো আমার অগম্য

আমি পাগল হয়ে যাবো
চুলে আগুন ধরে গেছে।

খুঁজে পিতার মরদেহ
আমি পাগল হয়ে যাবো।

নীলরক্ত দেখে দেখে
আমি পাগল হয়ে যাবো।

ওই শস্য ঘৃণা করি
ওই স্বর্ণ ঘৃণা করি।

ওই জাহ্নবীকে থুতু
ওই জাহ্নবীতে মুতি।

তবু ভারতবর্ষের
আমি গরিব নাগরিক।

ওগো মানুষ কথা শোন
দাও আমাকে জল দাও।

কেন আমাকে জল দিলে
দুর্গন্ধ হবে নদী ?

ওগো মানুষ কথা শোন
দাও, আমাকে জল দাও।

●

আমি চণ্ডাল
শ্মশান ভূমিতে সারারাত শুয়ে
শুনি কী কেচ্ছা, শুনি পেচ্ছাপ, শুনি হালচাল।

আমি চণ্ডাল,
আমার মুখ ভালো না।

আমার ভাষা ভালো না।
শ্মশানের ছেলে শ্মশান ভূমিতে
শুনি কী কেচ্ছা, শুনি পেচ্ছাপ, শুনি হালচাল

আমি চণ্ডাল
ওগো অরণ্য, ওগো ফুলগাছ, ওগো মহানিম
আমি চণ্ডাল।

অদ্ভুত এক জায়গা
আমি যে একটা মানুষ
আমিও যে এক মানুষ
কখনোই মনে থাকে না ভদ্রলোকেদের।

বহুরাতে আসে ভদ্রলোকের মেয়েরা
আমার প্রশ্ন একটাই
ভদ্রলোকের মেয়েরা চলেছে কোথায় ?
বহুরাতে আসে ভদ্রলোকের মেয়েরা।

আমার শরীরে রাত্রি না নেমে পারে না
আমার শরীরে সবুজ গুল্ম জন্মায়
আমার শরীরে করমচা কাঁটা জন্মায়
ভদ্রমেয়ের গন্ধ আমার অচেনা।

কিন্তু আমাকে মেরেছিল ওই ব্রাহ্মণ
তার অপরূপ অরক্ষণীয়া কন্যা
পাপড়ির মতো ক্ষীণাঙ্গী মেয়ে যশোদা
আমাকে কিছুটা ভালোবেসেছিল লুকিয়ে।

আমিও যে এক মানুষ আমিও ভুলেছি
আমিও যে এক যুবক আমিও ভুলেছি
আমিও যে এক প্রেমিক আমিও ভুলেছি.
মাছরাঙাদের রাজা হয়ে আমি আসবো।

মাছরাঙাদের রাজা হয়ে আমি জন্মাবো
আমারও শরীরে রয়েছে দারুণ খনিজ
আমারও সামনে রয়েছে সম্ভাবনা
হীরক পাহাড়ে মাছরাঙা হয়ে ঘুরবো।

তার আগে ওই ব্রাহ্মণ ক্ষমা চাইবে
তার আগে ওই বাঞ্চোৎ ক্ষমা চাইবে
হাঁটু ভাঁজ করে ওই পুরোহিত বসবে
তারপর আমি পা দুফাঁক করে দাঁড়াবো।

আমি চণ্ডাল, আমি চণ্ডাল,
ভাষা ভালো নয়, মুখ ভালো নয়
ভাষা ভালো হলে ভালো লাগে কথা বলতে
ভাষা ভালো হলে আরো ভালো লাগে বাঁচতে।

•

আমি শূন্যে হাত তুলি
যেন শূন্যতাকে ভুলি।

আমি জটিল গণনাতে
আজো রয়েছি নীচু জাতে।

আমি কি করে হবো বড়ো?
ধরো, আমার হাত ধরো।

ডাকে পাহাড় সবশেষে
মাছরাঙার সেই দেশে।

যে দেশে নেই জাত
নেই কোথাও বজ্জাত।

ভুল, এসব কল্পনা
শুনি, এখনো যায় শোনা।

কিন্তু বাঁচবোই
রাগে শরীরে ফোটে খই।

ব্রাহ্মণের মুখে খই
ওকে মারবো, মারবোই।

*

আমি মেরেছি লাথি মেরেছি বেশ করেছি
থুতু দিয়েছি
অক্ থু!
বমি পাচ্ছে বমি, ওয়াক্!

ওই শস্য ঘৃণা করি
ওই স্বর্ণ ঘৃণা করি।

জাহ্নবীকে এখনো ঘৃণা করি
তবু জাহ্নবীর পারেই যেন মরি।

মৃত্যু আসে আসুক
যশোদা জলে ভাসুক।

মাছরাঙাদের রাজা হয়ে আমি বাঁচবো
মৃত্যুর পরে রাজা হয়ে আমি বাঁচবো।

গণেশ বিলাপ

যেখানে কাঁটা, শরশয্যা, সেখানে ঠিক নয়
যেখানে শুধু ভস্ম ওড়ে সেখানে ঠিক নয়
যেখানে কাক অতিমানব সেখানে ঠিক নয়
গরিব দেশ ভারতভূমি আমার আশ্রয়।

কিন্তু আমি এই দেশের যোগ্য ছেলে নই
কী কুৎসিত চেহারা তবু করিনি হৈ চৈ।
লোকেরা বলে তাকাও দেখো কোন মায়ের ছেলে
যে দেশে এতো স্বরূপা তুমি সে দেশে কেন এলে ?

এখনো আমি কারোর কাছে যাই নি সশরীরে
মাছের মতো তাকিয়ে থাকি ঈষৎ নতশিরে।
বিলাপ ধ্বনি শুঁড়ের, ওই ধ্বনি আমার নয়
জানি না আমি কখন কার রূপান্তর হয়।

বিলাপ ছিল মহাকালের ওই প্রাণীর মনে
ওই বিলাপ ধ্বনি এখনো মরজগৎ শোনে।
কখনো নয় প্রাণীর দেহ, বিকট মাথা নয়
গরিবদেশ ভারতভূমি আমার আশ্রয়।

বিলাপ করে কি হবে কেউ বিলাপ মনে রাখে ?
ভাগ্যহত গণেশ আমি পথের বাঁকে বাঁকে।
মানুষ জানে কুকুর জানে সবার হবে ক্ষয়
আমাকে মেনে নিতেই হবে আমার পরাজয়।

আমার সর্বনাশের পেছনে কে ছিল ?
কে কে ছিল আমি চিনতে পারিনি কখনো
ঘোর গোধূলিতে যেসব ছেলেরা পালায়
পা ফস্‌কে তারা সহজে পড়ে না নদীতে।

আমার সর্বনাশের পেছনে গোধূলি
ঈষৎ একটি আলোরেখা ধরে মেয়েটি
হিন্দুকুশের ছেলেটির সাথে হাঁটছে
নদী পেরিয়ে সে আমার দিকেই আসবে।

আমার সর্বনাশের পেছনে দরজা
দরজার আরো পেছনে পাঁচটি দরজা
মানুষ একটি ব্যবহার করে, একটি
পশু ও পাখিরা, একটিতে ঢোকে শকট।

বাকী দুটো মুখ খাঁ খাঁ পড়ে থাকে রাত্রে
ওই সিঁড়িপথ সর্বনাশের সরণী
একটি মিশেছে মানুষবিহীন শকটে
ওই শকটেই আমার মৃত্যু রয়েছে।

আর একটি পথ বাবলা কাঁটায় ভর্তি
বাবলার কাঁটা আসলে একটি প্রতীক
যা কিনা সহজে ঋষিরাও যেত এড়িয়ে
সেই বিষকাঁটা আমার সঙ্গে জড়িত।

আমার সর্বনাশের সঙ্গে জড়িত ছিল না গোধূলি
একটি পেরেক কি করে একটি মানুষে
রূপান্তরিত হয়েছে সেদিন জানি না
সর্বনাশের পেছনে রয়েছে মানুষ না সেই পেরেক ?

এতোদিন আমি গাছের সঙ্গে রমণ করেছি
এতোদিন আমি ভূতের সামনে দাঁড়িয়ে থেকেছি
গত আটমাস আত্মীয় শুধু একটি বালিশ
বালিশ জানে না কীভাবে আমার মৃত্যু আসবে।

গত আটমাস দেয়াল হাসছে বন্ধুর মতো
দেয়াল কি জানে আমার আত্মরতির খবর ?
ক্যাকটাসের কি মৃত্যু হয় না ভোরের আগেই ?
তিনটি রূপসী বের হয়ে এল ঝিনুক ফাটিয়ে।

ঝিনুক তাহলে বিস্ময়কর এখনো ?
মেয়েদের তবে আশ্রয় আজো প্রবালের দ্বীপ ?
তিনটি রূপসী আকাশের নীচে পরিব্রাজক
তিনদিক থেকে রহস্য যেন বেড়েই চলেছে।

এর আগে আমি মধুকীট হয়ে গাছের সঙ্গে
শাখা প্রশাখার সঙ্গে কথোপকথন করেছি
এর আগে অতি সুন্দর গ্রীবা বালিহাঁসদের
আমার নিয়তি ভেবেই ভীষণ আদর করেছি।

কিন্তু বাঁচেনি, আমার শরীরে কী আছে আমিও জানি না
কেন না যারাই আমাকে ঈষৎ ভালোবেসেছিল
কি সৌভাগ্য। ভালোবেসেছিল তিনটি মেয়েই
কিন্তু হঠাৎ তারা উপকূলে হারিয়ে গিয়েছে বালিতে।

হারিয়ে গিয়েছে ? ঠিক হারিয়েও যায় নি
হঠাৎ হঠাৎ রাত্রে ঝড়ের সঙ্গে
বালিস্তম্ভ দাঁড়ায় আমার সামনে
আসলে সে নারী, স্তম্ভ একটি ছলনা।

গঙ্গার পারে পড়ে আছে ভাঙা নৌকো
মৃত্যুর পরে নৌকো এবং নারীরা
এক হয়ে গেছে জোয়ারের জলে রাত্রে
জানি না কি করে এখনো কি করে পারাপার করে নৌকো ?

এখনো অর্থ জানতে পারি নি কলাবাগানের
গণেশ এখনো বিরহী বলেই সম্ভব নয়
নরম কাণ্ড জড়িয়ে কে করে ছায়া সঙ্গম ?
আমার পত্নীশোকের উৎস হস্তির শুঁড়।

তিনটি রূপসী আকাশের নীচে পরিব্রাজক
পিঁপড়ের সারি চলেছে এখন অজানার দিকে
তিনটি রূপসী আগুনের ধারে পরিব্রাজক
এসো উৎসবে সারারাত দেখি মরণ সাঁতার।

•

গণেশ, তুমি কাছে থেকেও থাকো না কোলাহলে
তোমাকে লোকে লেখক নয় অনুলেখক বলে।

তোমার ওই শুঁড়ের গায়ে হাত বোলাই আমি
ভীষণ শোকে তুমি যখন একা নরকগামী।

অন্ধকারে রচনা করো এক বিশেষ ভাষা
আত্মীয়রা তোমাকে দিয়ে খেলিয়ে নেয় পাশা।

অন্ধকারে রচনা করো রচনা করো কাকে ?
যে নারী কাল হারিয়ে গেছে কলাগাছের ফাঁকে।

জলের ছপছপাৎ ধ্বনি কে করে পারাপার ?
হস্তিশুঁড় বহন করা নিয়তি হল যার।

আমার মুখ দেখেনি কেউ দেখেনি কোনদিন
তবু আমার প্রাণীজগতে রয়েছে বহু ঋণ।

এ ঋণ আমি কি করে আমি কি করে দেব শোধ ?
প্রাণীজগৎ নিয়েছে এক ভীষণ প্রতিশোধ।

এতো মানুষ ছিল জগতে কেন আমার রূপ
এমন হলো বলেনি কেউ সবাই নিশ্চুপ।

আমার খরদৃষ্টি ছিল প্রকৃত মানুষের
এখন আমি যা দেখি সব দৃশ্য দুঃখের।

শুনেছি নানা আনন্দের ঘটনা ঘটে রোজ
ঘটনা শুধু আমার কাছে করছে সংকোচ।

আকাশে আমি তাকাই শুনি আকাশ দেবতার
তাহলে কেন আকাশে নেই দরজা পালাবার ?

পৃথিবী আমি ভ্রমণ করি রাত্রে মনে মনে
বসুন্ধরা যখন পিপীলিকার গান শোনে।

এক নারীর সাথে জীবন জড়িয়ে আছে বলে
গা ঢাকা দিতে পারিনি আমি সবুজ কম্বলে।

গোপন কিছু করার মতো ছিল না সে সুযোগ
নারীঘটিত জীবন তবু করিনি নারীভোগ।

আমাকে নিয়ে ছিল না কোন বংশে বিদ্বেষ
প্রাণীজগৎ বিলীয়মান, নদীতে হবে শেষ।

বন্ধু নেই, বন্ধু নেই এখন পৃথিবীতে
নিরীহ এক ইঁদুর আসে কিছু খবর দিতে।

ভাগীরথীর জলে ভেসেছে একান্নটি গ্রাম
পৃথিবী যেন আমার চোখে একটি কালোজাম।

কিছুই আমি জানিনা শুনি পৃথিবী জুড়ে রোগ
ইঁদুর ওই ইঁদুর হলো আমার যোগাযোগ।

কিছু নাবিক কিছু বণিক ভ্রষ্ট কিছু লোক
সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল, তাদের ভালো হোক।

যদি হঠাৎ পাই ফেরৎ আমার সংসার
কথা দিচ্ছি মানুষ হবে সপ্তনদী পার।

বিপদে আমি পড়েছি জানি বিপদ দুই দাঁতে
কামড়ে সবে গিয়েছে আমি জানিনা কামড়াতে।

জানি না কে কে লেখক কে কে লেখক আর নয়
ইঁদুর শুধু খবর এনে করেছে সঞ্চয়।

কি হবে ওই খবর দিয়ে সরাও সংবাদ
পাহাড়ে এসে দুই অভাগা দেখছে শুধু খাদ।

দেখার আছে কত কি দেখো আমার মানবীকে
এসো ইঁদুর, সে থাকে জানি বিশেষ একদিকে।

*

অশ্বখুরের থেকেও জটিল আমার সর্বনাশ
কথা বলো তুমি কথা বলো ওগো কথা বলো সুবাতাস
আমি দেখে যাবো গোধূলি আলোয় আমার সর্বনাশ
আমি মরে গেলে গোলাপ ফুটবে এই শেষ আশ্বাস

আমার মতোই দেখো পৃথিবীতে জন্মাবে প্রতিবন্ধী
আরো দুঃখের ঘটনা রয়েছে সময়গর্ভে বন্দী
অভিশাপ আমি কাউকে দিই নি কেন দেবো সুবাতাস?
আমি দেখে যাবো গোধূলি আলোয় আমার সর্বনাশ।

এই উপকূলে কোন নারীকেই আমি পেলাম না তবে?
আমাকে দেখে যে পালিয়ে গিয়েছে জানিনা তার কি হবে।
নদীতে এখন জোয়ার, নদীতে এখন একটি হাঁস
আমি দেখে যাবো কম্বলে ঢাকা আমার সর্বনাশ।

মরচে পড়া পেরেক দেখো শাসায়
মরচে পড়া মানুষ ভয় দেখায়
মরচে পড়া একটি হাত ওঠে
সন্ধ্যাকালে মিলায় সংকটে।

প্রাণীজগৎ নিচ্ছে নিঃশ্বাস
ত্বরান্বিত কতো আমার শেষ সর্বনাশ।

ওগো ইঁদুর ওগো মানুষ ওগো একটি হাঁস
ত্বরান্বিত করো আমার শেষ সর্বনাশ।